মেহেরপুরে হত্যা মামলার প্রধান আসামি নাহিদ আটক

মেহেরপুর শহরে আবাসিক হোটেল ইজাজে অটোরিকশা চালক আব্দুর রহমান হত্যা মামলার প্রধান আসামি নাহিদকে (২০) আটক করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ।

নাহিদ সদর উপজেলার উজুলপুর গ্রামের আলমগীর বাদশার ছেলে ও এই হত্যা মামলার প্রধান আসামি। সেই সাথে হত্যার কাজে ব্যবহৃত চাকুটি উদ্ধার করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার বিকালের দিকে মেহেরপুর শহরে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারের পর প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে হত্যার বিষয়ে সব তথ্য প্রদান করেছে। শুধুমাত্র তার অটো ছিনতাইয়ের জন্যই আব্দুর রহমানকে হত্যা করে সে। ছিনতাই করা অটোটি মাত্র ১০ হাজার টাকায় বিক্রি করেন নাহিদ।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম রাত ১১ টার সময় এই তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

এর আগে এই হত্যা মামলার অপর দুই আসামি
ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলাার বুদরাজপুর গ্রামের দীনবন্ধু বিশ্বাসের ছেলে বিপ্লব কুমার বিশ্বাস ও একই উপজেলার গোপালপুর গ্রামের মজদেত আলীর ছেলে রাজু শেখকে গ্রেফতার করেছিলো পুলিশ।

গত সোমবার (১২ জুন) ভোরের দিকে ঝিনাইদহ উপজেলার কালিগঞ্জ উপজেলার গোপালপুর থেকে রাজু শেখ ও কানারাইল গ্রাম থেকে বিপ্লব কুমার বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করে।

গত রোববার (১১ জানুয়ারি) বিকেলে মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার এলাকায় ইজাজ প্লাজা নামের একটি আবাসিক হোটেল থেকে আব্দুর রহমান
(৫২) গলাকাটা অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

এর চারদিন আগে নাহিদ চুয়াডাঙ্গায় যাওয়ার কথা বলে অটো চালক আব্দুর রহমানকে ডেকে নেন। তারপর থেকেই নিখোঁজ ছিলেন তিনি।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার-৩

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৩ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।
গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলার ২ আসামি ও সদর থানা পুলিশের অভিযানে মারামারি মামলায় ১ আসামি গ্রেফতার হয়েছে। বুধবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময় পুলিশের পৃথক অভিযানে এই আসামি গ্রেফতার হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম অভিযানে অংশ নেন।
গ্রেফতারকৃতদের আজ বৃহস্পতিবার সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মুজিবনগরে দু’টি দোকানে জরিমানা আদায়

মেয়াদ বিহীন দই ও মিষ্টি দীর্ঘদিন যাবৎ ফ্রীজে রেখে বিক্রি ও মুল্য তালিকা প্রদর্শন না করা ও মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য বিক্রির অপরাধে দুটি দোকানে ৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত ভ্রাম্যমান অভিযান।

আজ বুধবার দুপুরের দিকে মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর বাজারে এই অভিযান চালান জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা শাখার কর্মকর্তা সজল আহমেদ।

মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর বাজারের মেসার্স ইমরান ফুডস নামের প্রতিষ্ঠানে অনেক দিন আগের দই মিষ্টি ফ্রীজে রেখে বিক্রি ও মুল্য তালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৭ও ৩৮ ধারায় ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এছাড়া একই এলাকায় নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মুল্য তালিকা প্রদর্শন না করা ও মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য বিক্রির অপরাধে মেসার্স আল মদিনা স্টোরকে একই আইনের ৩৮ ও ৫১ ধারায় ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

এসময় সহযোগীতায় ছিলেন, জেলা কৃষি বিপনন কর্মকর্তা মো: আব্দুর রাজ্জাক ও স্যানেটারী ইন্সপেক্টর মো: তারিকুল ইসলাম ও পুলিশের একটি টিম।

গাংনীতে স্বামীকে আত্মহত্যায় প্ররোচনায় মামলায় স্ত্রী গ্রেফতার, জেল হাজতে প্রেরণ

স্বামীকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দায়ের করা মামলায় স্ত্রী জেসমিনকে গ্রেফতার করে জেল হাজতে পাঠিয়েছেন পুলিশ।

আজ বুধবার (২১ জুন) দুপুরের দিকে গাংনী থানা পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) জহির রায়হান সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতার জেসমিন গাংনী উপজেলার জালশুকা গ্রামের মৃতু আলতাব হোসেনের স্ত্রী।

জানা গেছে, গত ১৯ জুন সন্ধ্যায় তার স্বামী আলতাব হোসেনকে ফেলে রেখে চুয়াডাঙ্গায় এক আত্মীয়র বাড়িতে বেড়াতে যায়। ওই দিন সন্ধ্যায় আলতাব হোসেন তার নিজ ঘরে আড়ার সাথে গলাই ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন।

এঘটনায় আলতাব হোসেনের পরিবারের লোকজন অভিযোগ করেন, তার স্ত্রীর পরোকীয়ার কারনে আলতাব হোসেন আত্মহত্যা করেছেন। পরে

আলতাব হোসেনের ভাই হাসানুজ্জামান বাদী হয়ে ভাবী জেসমিন ও তার পরোকীয়া প্রেমিক খড়মপুর গ্রামের মহির উদ্দীনের ছেলে আব্দুল মালেককে আসামি করে আত্মহত্যার প্ররোচনার অভিযোগ এনে প্যানাল কোড ৩০৬/৩৪ ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং ৩৩, তারিখ ১৯/০৬/২০২৩ ইং। মামলার প্রধান আসামি আলতাব হোসেনের স্ত্রী জেসমিন খাতুনকে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করেন। তার কথিত প্রেমিক আব্দুল মালেককেও গ্রেফতারে জোর প্রচেষ্টা চলছে।

মামলার আইও জহির রায়হান জানান, আলতাব হোসেনের দুই ছেলে মেয়ের মধ্যে মেয়ে বিয়ে হয়ে শশুর বাড়ি ও ছেলেটি প্রবাসী। আলতাব হোসেনের বাড়ি আলমডাঙ্গা উপজেলার শালিকা উত্তরপাড়াতে হলেও প্রায় ২০ বছর আগে সে গাংনী উপজেলার জালশুকা গ্রামে তার শশুরবাড়ির পাশে জমি কিনে বাড়ি ঘর তৈরী করেছেন। তবে, জমিটি তার স্ত্রী জেসমিন খাতুনের নামে। স্বামী বিদেশ থাকার কারনে, জেসমিন আব্দুল মালেকের সাথে পরোকীয়ায় জড়িয়ে পড়েন। স্বামী বাড়ি আসার কারনে ক্ষিপ্ত হয়ে সব সময় দূর্ব্যবহার করে আসছে। স্ত্রীর দুর্ব্যবহার সহ্য করতে না পেরে অবশেষে আত্মহত্যার পথ বেচে নেন আলতাব হোসেন।

জীবননগরে ইমাম খতিব ও আলেমদের সাথে সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ আলোচনা

জীবননগর সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ ও সামাজিক সমস্যা নিরসনে ইমাম খতিব ও আলেমদের ভূমিকা শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার সকাল সাড়ে ১১টার সময় জীবননগর ইসলামী ফাউন্ডেশনের আয়োজনে উপজেলা অডিটোরিয়ামে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

জীবননগর উপজেলা নিবাহী অফিসার মোঃ রোকনুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী মোঃ হাফিজুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন,জীবননগর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েশা সুলতানা লাকি, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোঃ দ্বীন ইসলাম, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোঃ আইয়ুব হোসেন খান প্রমুখ।

জীবননগর থানা পুলিশের সচেতনামূলক কমকান্ড নো-হেলমেট নো ফুয়েল

দুঘটনা এড়াতে জীবননগর থানা পুলিশের সচেতনামূলক কমকান্ড নো- হেলমেট নো ফুয়েল এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে জীবননগর উপজেলার প্রতিটি তেল পাম্পে একটি করে ব্যানার স্থাপন করা হয়।

আজ বুধবার বিকাল ৪টার সময় জীবননগর থানা পুলিশের আয়োজনে উপজেলার ৫টি তেল পাম্পে এ সচেতনামূলক ব্যানার স্থাপন করা হয়।

এ সময় উপস্থিত জীবননগর থানার অফিসার ইনচাজ (ওসি) মোঃ নাসির উদ্দিন মৃধা,জীবননগর থানার ওসি (তদন্ত) আবু সাঈদ,এস আই নাহিরুল ইসলাম,এস আই রায়হান উদ্দিন,এস আই গোপাল,এ এসআই শামিনুর রহমান,ইউনুস আলী প্রমুখ।

জীবননগর থানার অফিসার ইনচাজ (ওসি) নাসির উদ্দিন মৃধা বলেন,হেলমেট একজন মোটরসাইকেল চালকের জন্য নিরাপত্তা । হেলমেট মাথায় থাকলে অনেক দুঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। সামনে কোরবানীর ঈদ এই ঈদকে সামনে রেখে অনেক তরুন যুবকরা আছে যারা দুরত্ব গতিতে গাড়ি চালিয়ে থাকে তাদের বিরুদ্ধেও আমরা ব্যবস্থা গ্রহন করবো ।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার স্যারের নিদেশে আমরা জীবননগর উপজেলার প্রতিটি তেল পাম্পে সচেতনামূলক ব্যানার টাঙ্গিয়ে দিয়েছি এবং তেল পাম্পের ম্যানেজারদের সতক করে দেওয়া হয়েছে যদি হেলমেট বাদে কাউকে তেল দেওয়া হয় তা হলে পাম্প কতৃপক্ষের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আলমডাঙ্গার বলিয়ারপুর ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট সহ দু’জন গ্রেপ্তার

আলমডাঙ্গা ঘোলদাড়ি ফাঁড়িপুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৫৯ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট সহ দুই জন মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে।

আজ বুধবার বেলা ১২ টার দিকে নাগদাহ ইউনিয়নের বলিয়ারপুর বাজার প্রাঙ্গণ থেকে তাদের আটক করা হয়।

আটকৃতরা হলেন, উপজেলা নাগদাহ ইউনিয়নের ফিল্ডপাড়া আব্দুল ওয়াদুদ বিশ্বাসের ছেলে সজিব বিশ্বাস (২৪), বলিয়ারপুর ঘোষপাড়ার মুজিবর রহমান ছেলে ঝন্টু সরদার (৩৭)।

ঘোলদাড়ি ফাঁড়িপুলিশ সূত্রে জানাযায়, উপজেলার নাগদাহ ইউনিয়নের বলিয়ারপুর গ্রামের দুই যুবক সজিব ও ঝন্টু বিশ্বাস। দীর্ঘদিন মাদকদ্রব্য ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট সেবনের পাশাপাশি বিক্রি করে আসছে। এতে স্থানীয় যুবকেরা মাদক সেবনের উপর গ্রাস করছে। বিভিন্ন সময় পুলিশ অভিযান চালালেও তারা ধরাছোয়ার বাইরে থাকে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ঘোলদাড়ি ফাঁড়িপুলিশ আজ বুধবার দুপুরে বলিয়ারপুর বাজারে মাদকদ্রব্য অভিযান পরিচালনা করে। এসময় সজিব ও ঝন্টু বিশ্বাসকে আটক করে পুলিশ। দুজনের শরীর তল্লাশী করে ৫৯ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করে।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ জানান, গ্রেফতারকৃত আসামীদের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল থেকে দালাল চক্র আটক, ১মাসের কারাদন্ড

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল থেকে নারীসহ ৯ দালালকে আটক করেছে ডিবি পুলিশ। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে প্রত্যেককে কারাদন্ড দেওয়া হয়।

আজ বুধবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ডিবি পুলিশ ও জেলা প্রশাসন এ অভিযান পরিচালনা করেন।

জেলা প্রশাসক এস এম রফিকুল ইসলাম জানান, দীর্ঘদিন ধরে সদর হাসপাতালে দালালচক্র সাধারণ রোগীদের সাথে প্রতারণা করে বাইরের ক্লিনিক ও প্রাইভেট হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিলো। এমন সংবাদ জানতে পেরে জেলা প্রশাসকের নির্দেশনা মোতাবেক আজ বুধবার সকালে ডিবি পুলিশ ও জেলা প্রশাসন যৌথ অভিযান পরিচালনা করে ৫ জন নারী ও ৪ জন পুরুষ দালালকে আটক করে।

পরে জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট এস.এম নুরুন্নবী ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে প্রত্যেককে ১ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড, নারীদের ১০০ টাকা ও পুরুষদের ২০০ টাকা করে জরিমানা করেন।

ঝিনাইদহে বিজিবি’র অভিযানে উদ্ধার হওয়া ৮ কোটি টাকার মাদকদ্রব্য ধ্বংস

ঝিনাইদহের মহেশপুর ও চুয়াডাঙ্গা সীমান্তসহ বিভিন্ন স্থান থেকে উদ্ধার হওয়ায় প্রায় ৮ কোটি টাকা মুল্যের মাদকদ্রব্য ধ্বংস করেছে ৫৮ বিজিবি।

আজ বুধবার (২১জুন) সকালে খালিশপুর ৫৮ বিজিবির হেডকোয়ার্টারে এ মাদক ধ্বংস করা হয়।

অনুষ্ঠানে বিজিবি’র কুষ্টিয়া সেক্টর কমান্ডার কর্ণেল এমারাত হোসেন, ৫৮ বিজিবির অধিনায়ক মাসুদ পারভেজ, মহেশপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নয়ন কুমার রাজবংশীসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সেসময় ২০২১ সালের ১৩ মার্চ হতে চলতি বছরের ২১ জুন আটককৃত বিভিন্ন প্রকার দেশি-বিদেশি মদ ধ্বংস করা হয়। যার মধ্যে ভারতীয় ফেনসিডিল, সিরাপ, দেশি-বিদেশি মদ, ইয়াবা, গাজা ও হেরোইন ধ্বংস করা হয়। ধ্বংসকৃত মাদকদ্রব্যের আনুমানিক মূল্য ৮ কোটি ১০ লাখ ৫ হাজার ৯৫৮ টাকা বলে জানিয়েছে মহেশপুর ৫৮ বিজিবি।

বর্ষা, নুসরাত ও বিপাশার জামিনের মেয়াদ বৃদ্ধির আদেশ দিলেন আদালত

মেহেরপুরে চাঞ্চল্যকর আটলান্টিকা হোটেল কাণ্ড ঘটনায় চাঁদাবাজি ও পর্ণগ্রাফি মামলার আসামি বর্ষা, নুসরাত ও বিপাশার জামিনের মেয়াদ বৃদ্ধি করেছেন আদালত।

বুধবার দুুপুরে মেহেরপুরের চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আবু বকর সিদ্দিকের আদালতে বর্ষা, নুসরাত ও বিপাশা জামিন আবেদন করে আত্মসমর্পণ করলে বিজ্ঞ বিচারক তার জামিনাদেশ বৃদ্ধি করে পরবর্তি শুনানির দিন ধার্য করেছেন।

মামলায় আসামি বিপাশার পক্ষে আলমগীর হোসেন, নুসরাত ও বর্ষার পক্ষে ইয়ারুল ইসলাম এবং সরকারি পক্ষে কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক কৌসুলির দায়িত্ব পালন করেন।

বিপাশার আইনজীবী আলমগীর হোসেন বলেন, বিপাসার শিশু সন্তান অসুস্থ থাকায় মানবিক বিবেচনায় বিজ্ঞ বিচারক তারসহ অপরাপর তিন আসামির

জামিনাদেশের মেয়াদ বৃদ্ধি করে আগামী ৬ জুলাই শুনানীর দিন ধার্য করেছেন।

এর আগে গতকাল মঙ্গলবার একই আদালত একই মামলায় বাংলাভিশনের সাংবাদিক তুহিন আরন্যকে এবং গত বৃহস্পতিবার ডিবিসির মেহেরপুর প্রতিনিধি আবু আক্তার করণ, দেশটিভির প্রতিনিধি রেক্সোনা আরা ও কথিত সমাজকর্মী নিলুফার ইয়াসমিন রুপাকে জামিন না দিয়ে জেল হাজতে পাঠায় আদালত।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, বাংলাভিশনের সাংবাদিক তুহিন আরন্য, ডিবিসি চ্যানেলের সাংবাদিক আবু আক্তার করণ, দেশ টিভির সাংবাদিক রেক্সোনা আরা ও নিলুফার ইয়াসমিন রুপাসহ ১৭ আসামিকে অভিযুক্ত করে হোটেল আটলান্টিকা কাণ্ড মামলায় পুলিশ আদালতে চার্জশিট দেয়। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ৪১৭/৩৮৫/৩৮৬/৫০৬ ধারাসহ ২০১২ সালের পর্নোগ্রাফী নিয়ন্ত্রণ আইনের ৮(১),৮(২), ৮(৩), ৮(৪) ধারায় অপরাধ প্রাথমিকভাবে সত্য বলে প্রমানিত হওয়ায় আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা।

চার্জশিটে অভিযুক্তরা হলেন- বাংলাভিশনের মেহেরপুর প্রতিনিধি মুস্তাফিজুর রহমান ওরফে তুহিন আরন্য, ডিবিসি টেলিভিশনের মেহেরপুর প্রতিনিধি আবু আক্তার করন, দেশ টিভির প্রতিনিধি রোকসানা আরা, এশিয়ান টিভির প্রতিনিধি মিজানুর রহমান জনি, কথিত সাংবাদিক নাজনিন খান প্রিয়া, ছন্দা খাতুন, আটলান্টিক হোটেল মালিক মতিয়ার রহমান, তার ছেলে মামুন জোয়ার্দার, আব্দুস সালাম, হাসিবুল হক জয়, নেহাল আল মুকিত, শাহাজান আলী, মোছা. রুপা, নুসরাত, বর্ষা, সুমন রহমান বিমান ও বিপাশা।

পুলিশের চার্জশিট থেকে জানা যায়, একটি নারী চক্র গড়ে তুলে মেহেরপুর শহরের আভিজাত শ্রেনীর হোটেল আটলান্টিকার মালিক মতিয়ার রহমান ও তার ছেলে মামুন বিভিন্ন ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মকর্তা বা অভিজাত শ্রেনীর মানুষকে সুন্দরী নারী দিয়ে প্রেমের ফাঁদে ফেলে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে তা ভিডিও ধারণ করেন। এবং সেই ভিডিও দিয়ে ব্লাকমেইল করে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছিল। এই চক্রে বিভিন্ন এলাকার প্রায় ডজনখানেক সুন্দরী নারী জড়িত ছিলো।

উল্লেখ্য, গত বছরের ২২ নভেম্বর মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের মনোয়ার হোসেন নামের এক এনজিও কর্মী সদর থানায় নারী চক্রের প্রধান হোতা প্রিয়া খানকে আসামি করে দণ্ডবিধির

৪১৭/৩৮৫/৩৮৬/৫০৬ ধারায় একটি মামলা করেন।